

বিষয় : অভিযোগ পত্রের উপর মতামত/জবাব প্রদান প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানান যাচ্ছে যে, জামালপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের চীফ ইন্সট্রাক্টর (ফার্মেশিনারী) জনাব এ. কে. এম ফজলুর রহমান এবং উচ্চমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর জনাব মোঃ মোজ্জাম্মেল হক এর বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

- ক) জনাব এ. কে. এম ফজলুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে মাসে ১৫/২০ দিন করে প্রতিষ্ঠানে থাকেন না। ক্লাশ থাকা সত্ত্বেও গ্রহণ করেন না। একাডেমিক ইনচার্জ হিসাবে নামে মাত্র দায়িত্ব পালন করেন। যখন উপস্থিত থাকেন তখন কোন কাজের জন্য একাডেমিক সেকশনে গেলে তিনি খুব আপত্তিকর বকা বকি করেন। টাকা না দিলে বোর্ড সার্টিফিকেটও দেন না। তিনি স্থানীয় ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে থাকেন।
- খ) তার মেয়ে জামালপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে লেখাপড়া করলেও ক্লাশ করে না। পরীক্ষার সময় তার পিতা জনাব এ. কে. এম ফজলুর রহমান সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে সার্বক্ষনিক সহযোগিতার জন্য ন্যস্ত রাখেন। এতে করে পরীক্ষার হলের পরিবেশ অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়।
- গ) ফার্মেশিনারী ট্রেডের ভাউচারের কোন মালামাল ক্রয় করেন না। অধ্যক্ষের সাথে তার সম্পর্ক ভাল হওয়ায় তিনি সব মালামাল খরচ দেখান।
- ঘ) তার কারণে ফার্মেশিনারী ট্রেডের জনাব মুকছেদ আলী অবসরপ্রাপ্ত হয়েও প্রায় ১২ মাস যাবৎ বেতন ভাতাদি না পাওয়ায় অতি কষ্টে জীবন যাপন করছেন।
- ঙ) উচ্চমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর জনাব মোঃ মোজ্জাম্মেল হক জামালপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে একাডেমিক সহকারী হিসাবে ১৪/১৫ বছর কর্মরত রয়েছেন। তিনি টাকা ব্যতীত বোর্ড সার্টিফিকেট ও নম্বর পত্র দেন না। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে খারাপ আচরণ করেন। তিনি সকাল ১০.০০ ঘটিকার পূর্বে কোন দিন অফিসে আসেন না।


এমতাবস্থায় উপরে উল্লিখিত বিষয়ে জামালপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষকে পত্র প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে মধ্যে মতামত/জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অধ্যক্ষ

জামালপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
জামালপুর।

কর্মার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

- ১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রটি অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)।


(ড. মোঃ নুজুল ইসলাম)
পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১/৬/১৭